"ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন..... সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন.....
সাধ্যমত প্রতিবেশীকে সাহায্য করুন।"

—শ্রী বিপ্লব কুমার দেব
মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার।

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রিপুরা সরকারের গৃহীত ত্রাণ প্যাকেজ ও গুচ্ছ পদক্ষেপ এবং ভারত সরকারের বিশেষ ত্রাণ প্যাকেজ

রাজ্য সরকারের গৃহীত ত্রাণ প্যাকেজ ঃ

- ত্রিপুরা সরকার রাজ্যবাসীর জন্য ২৩৫ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছে।
- এর ফলে রাজ্যের জনসংখার ৮০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৩০ লক্ষ লোক উপকৃত হবেন।
- ১.০৯ লক্ষ অন্ত্যোদয় পরিবারের জন্য বিনামূল্যে ৩৫ কেজি চাল দেওয়া হবে।
- ৪.৭৮ লক্ষ অগ্রাধিকার ভুক্ত পরিবারের ২০.৫০ লক্ষ সদস্য বিনামূল্যে ৫ কেজি চাল পাবেন।
- ৫০,০০০ দরিদ্র এ পি এল পরিবারের সদস্যরাও বিনামূল্যে বরাদ্ধকৃত একমাসের চাল পাবেন।
- দু'মাসের সামাজিক ভাতা সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অগ্রিম জমা পড়বে।
- ৭৫ কোটি টাকা ৪ লক্ষ পেনশন হোল্ডারদের অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে।
- ৪০,০০০ নির্মাণ শ্রমিককে তিন মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। এতে ১২ কোটি টাকা ব্যয় হবে।
- ৪.৩১ লক্ষ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরকে এক মাসের জন্য মিড ডে মিলের চাল দেওয়া হবে।
- প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা পাবে জনপ্রতি ২.৫ কেজি চাল ও ৫০০ গ্রাম ডাল এবং উচ্চবুনিয়াদি স্তরের ছাত্রছাত্রীরা পাবে জনপ্রতি ৩.৭৫ কেজি চাল ও ৭৫০ গ্রাম ডাল।
- অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা ৩.২৫ লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি শিশুকে বাড়িতে রেশন দিচ্ছেন।
- ৬৩,৪০০ গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েরাও বিনামূল্যে বাড়িতে রেশন পাবেন।
- শহর এলাকার দরিদ্রদের এবং গৃহহীনদের দিনে দু'বেলা রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন প্রায় ২,০০০ জনকে এভাবে খাবার দেওয়া হচ্ছে।
- রাজ্যের ৫০টি উন্নত আধুনিক অ্যাম্বুলেন্স জনসাধারণের পরিষেবায় নিয়োজিত রয়েছে।
- দরিদ্র মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করতে ১৩০ কোটি টাকা খরচ করা হবে।
- সমস্ত রেগা জবকার্ডধারীদের ১০ দিনের কাজ দেওয়া হবে।
- দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিল ও টুয়েপ প্রকল্পের আওতায়।
- **কোভিড–১৯-এ আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে এক্সগ্রেসিয়া (অনুদান) হিসাবে দেওয়া হবে ৪ লক্ষ টাকা। একই সুবিধা দেওয়া হবে সমস্ত ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী এবং এই বিপর্যয় মোকাবিলার কাজে নিযুক্ত অন্যান্য কর্মীদেরকে।**
- সমস্ত সরকারি হাসপাতালে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের বিনাম্যূলে চিকিৎসা করা হবে।
- সরকারি কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে সমস্ত পরিষেবা বিনামূল্যে দেওয়া হবে।
- ভারত সরকারকে ত্রিপুরার জনগণের জন্য অতিরিক্ত ২৩৮ কোটি টাকা দিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

করোনা ভাইরাস মহামারি মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ঃ

- জি বি হাসপাতাল, বি আর আম্বেদকর হাসপাতাল এবং সমস্ত জেলা হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় সমস্ত রকমরে চিকিৎসার সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে।
- সারা রাজ্যে আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টাইন-এর সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে।
- সন্দেহজনক ব্যাক্তিদের নমুনা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজে এন এ বি এল স্বীকৃত ল্যাব-এ টেস্ট করা হচ্ছে।

- ভেন্টিলেটার ও আই সি ইউ-তে আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।
- ওষুধ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, মাস্ক, স্যানিটাইজার ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। দেশের অন্যান্য জায়গা থেকে আরও কিছু এজাতীয় সামগ্রী আনা হচ্ছে।
- **ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্যদের নিজ নিজ বিধানসভা এলাকার অধীনে কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলায় বিধানসভা এলাকার সরকারি হাসপাতাল / চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা সহায়ক এবং অন্যান্য সুবিধাদি সামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্রয়ের জন্য এককালীন ১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।**
- পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে এবং তাৎক্ষনিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য উচ্চপর্যায়ের টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে।
- রাজ্য সচিবালয়ে ওয়ার রুম এবং প্রত্যেক জেলায় কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে যথাযথভাবে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য। তাছাড়া প্রত্যেক জেলায় কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে যাতে সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারেন বা অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারেন।
- **খ্যাদ্যশস্য, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের উপর নজর রাখতে বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকার পাশ্ববর্তী রাজ্য থেকে পণ্যবাহী যানবাহন যাতে সহজে রাজ্যে আসতে পারে তারজন্য উদ্যোগ নিয়েছে ।**
- দেশের বিভিন্ন জায়গায় আটকে পড়া ত্রিপুরার লোকদের সমস্যার সমাধানের জন্য উচ্চপর্যায়ের দল গঠন করা হয়েছে।
- **রাজ্যের বাইরে থাকা ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রী, রোগী ও অন্যান্যদের যাবতীয় সম্ভাব্য সহায়তা দেবে দিল্লি, কলকাতা ও গুয়াহাটির ত্রিপুরা ভবন। দিল্লি, কলকাতা, গুয়াহাটির ত্রিপুরা ভবনগুলিতে অবস্থানরত আবাসিকদের ঘরের ভাড়া এবং প্রত্যেকদিনের খাবার ত্রিপুরা সরকার বহন করবে।**
- **রাজ্যের ভেতর সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে আটকে পড়া লোকদের চিহ্নিত করে তাদের প্রয়োজনীয় খাবার ও ব্যবহার্য অত্যাবশ্যকীয় জিনিস প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই বিষয়ে সকল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।**
- মজুত করা, কালোবাজারি ও দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজারগুলির উপর কড়া নজর রাখা হয়েছে।
- শহর এলাকায় ঘরের দরজায় সব্জি, ওষুধ ইত্যাদি সরবরাহ শুরু হয়েছে।
- মাইকিং, লিফ্লেট ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে।
- সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কন্ট্রোল রুম-এর নম্বরগুলি জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
- গুজব সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
- বিভিন্ন রাজ্যে আটকেপরা রাজ্যের জনগণের জন্য সহযোগিতা চেয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের চিঠি লিখেছেন।

ভারত সরকারের গৃহীত ত্রাণ প্যাকেজ ঃ

- করোনা মোকাবিলায় গরিবদের সুবিধার্থে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনায় ১.৭০ লক্ষ কোটি টাকার রিলিফ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।
- আগামী তিন মাস ৮০ কোটি গরিব মানুষকে প্রত্যেকমাসে বিনামূল্যে ৫ কেজি করে গম বা চাল এবং ১ কেজি করে ডাল দেওয়া হবে।
- উজ্জ্বলা যোজনার সুবিধাভোগীদের আগামী ৩ মাসের জন্য বিনামূল্যে গ্যাসের সিলিন্ডার দেওয়া হবে।
- পি এম কিষাণ প্রকল্পে ২০২০-এর এপ্রিল মাসে কৃষকদের অ্যাকাউন্টে ২,০০০ টাকা জমা দেওয়া হবে।
- প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার সমস্ত সুবিধাভোগীদের আগামী তিন মাসে ৫০০ টাকা করে এক্সগ্রেসিয়া পাবেন। (প্রতিমাসে)
- রেগা প্রকল্পের মজুরি ১ এপ্রিল, ২০২০ থেকে ২০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। (১৮২-২০২টাকা)
- আগামী তিন মাসে সিনিয়র সিটিজেন, বিধবা ও দিব্যাঙ্গজনরা অতিরিক্ত ১,০০০ টাকা করে পাবেন।
- মহিলাদের দ্বারা চালিত স্ব-সহায়ক দলগুলি কোলাটেরাল ছাড়া ১০ লক্ষ টাকার পরিবর্তে এখন ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবে।
- সাফাই কর্মী, নার্স, আসা ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা বিমা।
- ১০০ জনের কম কর্মী রয়েছে এমন সংস্থায় কর্মরত যাদের মাসিক আয় ১৫,০০০ টাকার চেয়ে কম তাদের পি এফ অ্যাকাউন্টে সরকারের পক্ষ থেকে তাদের মাসিক বেতনের ২৪ শতাংশ জমা করা হবে।
- ই পি এফ থেকে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত নন রিফান্ডেবল হিসেবে টাকা তোলা যাবে।

ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত।